এক দফা দাবিতে গাংনীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নিসহ বেতন বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার পরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

রোকনুজ্জামান পলাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকলেছুর রহমান, এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ শিরিন, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রাকিবুল ইসলাম, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মাসুদ ইখতিয়ার, দিঘলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আব্দুর রহিম, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাবনী খাতুন, কুঞ্জনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, কাথুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আসিফ আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষকদের দাবি ১৩তম গ্রেড এর বেতন স্কেল তাদের জন্য চরম বৈষম্যের। এই গ্রেডে চলতে পারে না একজন শিক্ষকের সংসার। মাত্র ১৫ দিনের মতো চলার পর তাদের ধার দেনা করে চলতে হয়। যে কারণে ১০ম

গ্রেড বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান থাকবে।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মো. ইউনূস এর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

“শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতিসহ সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেডে বেতন নির্ধারিত করতে হবে ও প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধনে আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও সদর উপজেলা শাখার উদ্দ্যোগে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন আয়োজন করা হয়।

এ সময় মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করে সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু, আজহার আলী, আরিফুল ইসলাম, ইনজামুল হক, বিজলী খাতুন, মীর সাদিক, মিনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, শাহানা ফিরদৌস, আসাদুল হক সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডু কাছে মানববন্ধন উপস্থিত শিক্ষকরা স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ডা. কাজল আলীর এমডি ডিগ্রি অর্জন

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের মেডিকেল অফিসার মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ডা. কাজল আলী কার্ডিওলজিতে এমডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

আজ বুধবার তাঁর এ ফলাফল প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট তিনি কোর্স করছিলেন।

ডা. কাজল আলী ৩৩ তম বিসিএস এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে এসএসসি, মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ১৯৯৯ সালে এইচএসসি এবং পরবর্তিতে বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। তার স্ত্রীও একজন চিকিৎসক হিসেবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। তিনি মেহেরপুর ঘোষপাড়ার আকবর আলীর সন্তান।

চাকরি জীবনের শুরুতে কিছুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ন্যাশনাল হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে বদলি হন।

চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন মানবিক সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত রাখেন। মানব কল্যানে তিনি নিজেকে সর্বদা বিলিয়ে দেন। সপ্তাহে দুই দিন তিনি নিজ এলাকার মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য মেহেরপুরে ছুটে আসেন।

মুজিবনগরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি’, মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্দ্যোগে “শতভাগ পদোন্নতিসহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড”

বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারক লিপি করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

আজ বুধবার বিকালে বৈষম্য নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববব্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক চাঁদ আলীর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক ও গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেন, আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেন, বাগোয়ান দক্ষিনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আরিফুল ইসলাম, গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বক্তিয়ার উদ্দীন প্রমুখ।

মানববন্ধনে মুজিবনগর উপজেলার সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ শত জন শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে বিসিডিএসের আহবায়ক কমিটির কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) দুপুরের দিকে লাইফ কেয়ার ডি ল্যাবের অফিস কক্ষে এ কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যনির্বাহী সভায় আহবায়ক রিনুর সভাপতিত্বে আলোচ্য বিষয় তুলে ধরা হয়, সাবেক কমিটির কাছ থেকে হিসাব বিবরণী নেওয়া, মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলায় নতুন করে আহবায়ক কমিটি গঠন করা, মেহেরপুর জেলার ওষুধ ব্যবসায়ীগণের কোন সমস্যা থাকলে আহবায়ক রিনুর সাথে মোবাইলে (০১৭১১-৩১২২৩৫) যোগাযোগ করে অবগত করা, হালনাগাদ ভোটার তালিকা করা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কার্যনির্বাহী সদস্য কাজী খয়রুদ্দিন আহমেদ, ইসমাইল হোসেন, ইমন বিশ্বাস, বেনজীর আহমেদ ও সাইফুল ইসলাম।

মেহেরপুরে তিনটি দোকানে ভোক্তার অভিযান জরিমানা আদায়

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখার অপরাধে তিনটি মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, পুর্বে সতর্ক করা স্বত্ত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেসার্স গিয়াস বাণিজ্যালয়কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় ২ হাজার, মেসার্স জুয়েল স্টোরকে ১ হাজার টাকা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখার অপরাধে মেসার্স বিশ্বাস স্টোরের মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান সহযোগিতায় ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ ও মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযান চলাকালিন সময়ে ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রির ভাউচার সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীতে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে অস্ত্রসহ ১জন আটক

মেহেরপুরে গাংনীতে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে রাশেদুল ইসলাম (৪৬) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাব। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া ২ টার দিকে র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে রাশেদুলকে অস্ত্রসহ আটক করে।

এসময় ১টি ওয়ান শার্টারগান ও ১টি হাসুয়া উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত রাশেদুল জেলার গাংনী উপজেলার ধানখালা ইউনিয়নের জুগিন্দা গ্রামের মৃত কুদরত উল্লাহ ওরফে ভাদু মীরের ছেলে।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার ও সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক।

তিনি জানান, পূর্ব শত্রুতার কারণে আটককৃত রাশেদুল ইসলাম জুগিন্দা গ্রামের মৃত হানিফ শেখের ছেলে আব্দুল আলীম শেখকে ফাঁসানোর জন্য তার বসত ঘরের দক্ষিণ পাশে একচালা টিনের ছাউনি ও বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া দ্বারা নির্মিত রান্না ঘরের ভিতরে ১টি শার্টারগান ও ১টি হাসুয়া লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর সে কৌশলে র্যাবকে খবর দেয়। তার তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানের সময় রাশিদুলের কথাবার্তা সন্দেহ মনে হলে তাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে অন্যকে ফাঁসানোর কথা স্বীকার করে ।

আটককৃত আসামীকে আলামত সহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী পৌর আ. লীগ সভাপতি বাবলু ও সাবেক কাউন্সিলর নবির উদ্দিন আটক

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু (৫৫) ও গাংনী পৌর যুবলীগের সহসভাপতি সাবেক পৌর কাউন্সিলর নবির উদ্দিনকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২)।

মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১০ টার দিকে যুবলীগ নেতা ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র নবীর উদ্দিনকে কাঁচাবাজারে তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুকে তার বাড়ি মহিলা কলেজপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটক করেন র্যাবের পৃথক দুটি টিম।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২) সিপিসি—৩ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি এনামুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, সুনিদৃষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের বাড়ি ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন নেতাকে আটক করা হয়েছে।
এসময় তাদের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব কমান্ডার জানান, আটককৃতদের ক্যাম্পে এনে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বুধবার (২ অক্টোবর) সকালে দিকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩১তম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চ এর ৩১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) বিকেলে ৫টার সময় বড় বাজার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম, ফুর্তি হাসান, রনি হোসেন, ইদ্রিস আলী সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে দুই শিক্ষিকার বিচার চেয়ে ইউএনও’র দ্বারস্থ শিশু শিক্ষার্থীরা

‘কারনে অকারনে আমাদের অকথ্য ভাষায গালিগালাজ করে, কান ধরে উঠাবসা করিয়ে নেয়। প্রতিদিনই মারধর করে স্কুলের দুই শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষককে অভিযোগ করেও উপকার পাইনি। উপরন্ত প্রধান শিক্ষক আমাদের কথা বলতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। দুই শিক্ষিকার হাতে নির্যাতিত চোখ মুছতে মুছতে নির্যাতনের এমন বর্ণনা করছিলেন প্রাথমিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা।

এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিনে অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো যা লিঙ্কে গাংনীতে দুই সহকারী শিক্ষকের

বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

বলছিলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে বিচার চাইতে আসা মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কথা।

আজ মঙ্গলবার (১অক্টোবর) দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে দলবেধে বিচার চাইতে আসে বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেনীর প্রায় অর্ধশত কমলমোতি শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমরা। আমাদের স্কুলের শিক্ষিকা সাম্মিয়ারা দিপ্তী ও মোছাঃ রুহিনা খাতুন শ্রেনী কক্ষে আসার সময় হাতে ছড়ি নিয়ে আসেন। আমাদের বিনা কারনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। কান ধরে উঠাবসা করিয়ে নেয় এবং প্রতিনিয়ত মারধর করে। আমাদের অনেক জোরে জোরে মারে। তখন আমাদের চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়। সাম্মিয়ারা দিপ্তী ও মোছাঃ রুহিনা খাতুন স্যার ক্লাসে এসে চেয়ারে বসে শুধু ঘুমাই। কেউ কথা বল্লেই আমাদের মানসিক ও শারীরীক নির্যাতন করে। প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি আমরা একাধিকবার জানিয়েছি । প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পক্ষে কথা বল্লে তাকেও ওই শিক্ষক সাম্মিয়ারা দিপ্তী ও মোছাঃ রুহিনা খাতুন প্রধান শিক্ষককে গালিগালাজ করে। আজ মঙ্গলবার সকালেও আমাদের বিনা কারনে গালিগালাজ করেছে, আমাদের বাবা মায়ের নামে আজেবাজে কথা বলেছে। আমরা সকল শিক্ষার্থীরা এক কিলোমিটার পায়ে হেটে ওই দুই শিক্ষিকার বিচার চাইতে এসেছি। ইউএনও স্যারের কাছে। ইউএনও স্যার আমাদের বিচার না করলে আমরা কেউ ঘরে ফিরে যাবনা। আমাদের আসতে দেখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপর থেকে নেমে আসেন এবং আমাদের সভাকক্ষে বসিয়ে মনযোগ সহকারে আমদের কষ্টের কথা শোনেন।



সালে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে মোট শিক্ষার্থী রয়েছে ১৪৫জন।

শিক্ষার্থী অভিভাবক রিপন আলী ও গোলাম মস্তফা বলেন, মাঝে মধ্যেই আমার মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায়। পরের দিন আর স্কুলে আসতে চাইনা। মাঝে মধ্যে রাতে ঘুমের মধ্যেও মারছে মারছে বরে চিৎকার করে ওঠে। আমরা ওই শিক্ষকের বিচার চাই।

প্রধান শিক্ষক মোছা: নুরুন্নাহার বলেন, আমি এর আগেও শিক্ষার্থীদের মারধর করা নিয়ে ওই দুই শিক্ষককে নিষেধ করি। পরে তারা আমার সাথেও মারমুখি আচরণ করে। এবং বিভিন্ন খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। আজকে শিক্ষার্থীরা নির্যাতনের শিকার হয়ে আমাকে কিছু না জানিয়ে বিচার চাইতে এসেছে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: নাসিরুদ্দিন বলেন, এর আগে একবার ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল কয়েকজন শিক্ষার্থী। তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। আবারও তারা শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিক ভাবে ওই দুই শিক্ষককে অন্যত্র সংযুক্তি করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, আমি অফিসে একটি মিটিং করছিলাম। হঠাৎ সিসি ক্যামেরায় দেখি স্কুল ড্রেস পরে অফিসের নিচে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় অর্থশত শিক্ষার্থী । আমি মিটিং শেষ না করেই দ্রত নিচে নেমে আসি। তাদের কথা শুনি এবং তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ডেকে অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে অন্যত্র বদলির ব্যবস্থাসহ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। পরে ওই শিক্ষার্থীদের আমি সাথে নিয়ে স্কুলে পৌছে দিয়ে এসেছি। এবং শিক্ষার্থীদের যেন কোনরকম হয়রানী বা ভয়ভীতি দেখানো না হয় সে ব্যপারেও সতর্ক করা হয়েছে।